■ আবার ছাত্রলীগের দৌরাত্ম্য

সরকারের সাফল্য নষ্ট হতে দেওয়া যায় না

কয়েক দিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও আশপাশে যা ঘটছে তার কারণ ও লক্ষ্য যে সচেতন মানুষ বোঝে না তা নয়। গত শতকের নব্বই দশক থেকেই ক্যাম্পাস চলে যায় ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের দখলে। ক্ষমতার বদল ঘটলে ক্যাম্পাসের দখলদারও বদলে যায়। সেই হিসেবে ১৩ বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বাংলাদেশ ছাত্রলীগের দখলে রয়েছে। বাস্তবে এ চিত্র কেবল দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একই চিত্র। এ আমলে দখলদারির প্রবণতা অনেক বেড়েছে। কিছুকাল ধরে আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সরকারি দলও এ ব্যাপারে সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছে এখনো। সম্ভবত বিএনপির ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কর্মসূচি পালনে সহিংস পন্থায় বাধা দিয়ে সরকারি পক্ষ জানান দিল যে প্রতিবাদ করা যাবে, কিন্তু তা তাদেরই দেওয়া গণ্ডি মেনে করতে হবে।

> নিজেদের ভাবমূর্তি রক্ষা এবং গণতন্ত্রের খাতিরে দলের ছাত্র-যুবাদের বাড়াবাড়ি বন্ধে অবিলম্বে ক্ষমতাসীন দলের সক্রিয় ভূমিকা রাখা জরুরি। কেননা ২০১৮-এর নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি আর হবে না

অতীতে এই প্রক্রিয়ায় সরকারি পক্ষ ফল পেয়েছে। বিএনপি বারবার সরকার পতনের হুঙ্কার দিলেও মাঠে সে অনুযায়ী আন্দোলন জমাতে পারেনি। তবে গত প্রায় বছরদুয়েক ধরে তারা নির্বিবাদে কর্মসূচি পালন করছিল। সম্প্রতি তাদের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ছে। এ ধরনের জনসম্পৃক্ত সমাবেশ বাড়তে থাকলে তার প্রভাব জনমতের ওপরও পড়বে। সম্ভবত সে কারণেই সরকারি পক্ষ এবার নড়েচড়ে বসেছে এবং বিপক্ষ শিবিরে সতর্ক বার্তা পৌঁছানোর জন্য ছাত্রলীগ মাঠে অ্যাকশনে নেমেছে। এভাবে কি সরকারি দল আগামী দিনে নির্বাচনী ফলাফল আদায় পর্যন্ত যেতে পারবে? এটা জটিল প্রশ্ন।

২০১৮-এর নির্বাচনের পর দেশে ও বিদেশে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তার পর এ রকম নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। পশ্চিমা বিশ্ব তথা দাতা দেশগুলোর দিক থেকে অংশগ্রহণমূলক সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যে চাপ রয়েছে তা এখন স্পষ্ট। এদিকে সরকার প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজসহ অনেক কাজে সফল হলেও গত এক যুগে সারাদেশে তাদের ক্যাডার ও কর্মীবাহিনী যে অপকর্ম করে বেড়িয়েছে তাতে জনমনে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। দলীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কিছু দুর্নীতির মামলা হলেও আবার অনেক ক্ষেত্রে সরকারের নিশ্চেষ্টতা আড়াল থাকেনি। আমরা মনে করি নিজেদের ভাবমূর্তি রক্ষা এবং গণতন্ত্রের খাতিরে দলের ছাত্র-যুবাদের বাড়াবাড়ি বন্ধে অবিলম্বে ক্ষমতাসীন দলের সক্রিয় ভূমিকা রাখা জরুরি। কেননা ২০১৮-এর নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি আর হবে না। তাই মারধর করে মাঠ থেকে বিপক্ষ দলকে তাড়ানো সম্ভব হলেও গোপন ভোটের বাক্স থেকে তাদের সমর্থকদের ফেরানো যাবে না।